দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

NOV 24 2007

হাওয়া ভবনের হস্তক্ষেপের অভিযোগে বগুড়ায় ছাত্রদলের কাউন্সিল পণ্ড, কেন্দ্রীয় নেতারা লাঞ্ছিত

বগুড়া, ২৩ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ভোট গণনায় কারচুপি-অস্বচ্ছতা ও হাওয়া ভবনের অবৈধ হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের ধাওয়াসহ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শনিবার বগুড়া জেলা ছাত্রদলের কাউন্সিল ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এ ঘটনায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। পরে মারমুখী ও বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের সামাল দিতে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল প্রথমে কাউন্সিল স্থগিত ও পরে কাউন্সিল বাতিল করে পুনঃ কাউন্সিলের ঘোষণা দিয়ে পুলিশ কর্ডনে কাউন্সিলস্থল ত্যাগ করে চলে যান। এ ঘটনার আগে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা কাউন্সিলস্থল বগুড়া সার্কিট হাউসের জানালার কাচসহ লাইট ভাংচুর করে। পরবর্তীতে ছাত্রদলের এক গ্রুপের মারপিটে হাওয়া ভবনের অন্যতম স্টাফ ও তারেক রহমানের পিএস হিসাবে পরিচিত নাইটের ভাগ্নে এবং জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল আলম পিপলু প্রহৃত হন।

জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বগুড়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা ছাত্রদলের সম্মেলনের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এম তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক

হাওয়া ভবনের হস্তক্ষেপের

(প্রথম পাতার পর)

আজিজুল বারী হেলাল। উদ্বোধনী পর্ব শেষে বিকালে বগুড়া সার্কিট হাউসে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্ব কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভোট গ্রহণ শেষে কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত নেতাকর্মীদের জানান, ঢাকায় গিয়ে প্রার্থীদের ছাত্রত্ব যাচাই-বাছাইয়ের পর ফল ও কমিটি ঘোষণা করা হবে। এ ঘোষণার পরপরই নেতাকর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তাৎক্ষণিক ফল ঘোষণার দাবি জানান। এ সময় আমানউল্লাহ আমান এমপিসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর কিছুক্ষণ পর ফল ঘোষণা করা হলে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মী ও প্রার্থীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অভিযোগ করেন, ভোট গণনায় কারচুপি করে হাওয়া ভবনের প্রভাবশালী স্টাফ নাইটের ভাগ্নে শাহাবুল আলম পিপলুকে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী দেখানো হয়েছে।

অনেকে অভিযোগ করেন ভোট গণনা না করেই ইচ্ছানুযায়ী ফল ঘোষণা করা হয়। এ সময় অনেক নেতাকর্মী ও প্রার্থী উত্তেজিতভাবে হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এ পর্যায়ে আমানউল্লাহ আমানসহ অন্য একজন কেন্দ্রীয় নেতা দ্রুত সার্কিট হাউস ত্যাগ করেন। সার্কিট হাউস ত্যাগ করলে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত নেতাকর্মীরা যুগ্ম সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল ও কেন্দ্রীয় সদস্য ফরহাদ হোসেন আজাদসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাকে ঘেরাও করে মারমুখী হয়ে পড়ে। এ সময় ভাংচুরও হয়। এতে সার্কিট হাউসে বিপুল পরিমাণ পুলিশ আনা হয় এবং পুলিশ সুপারসহ সকল উর্ধতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশ এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের কর্ডন দিয়ে রাখে। কেন্দ্রীয় নেতারা এ সময় উত্তেজিত নেতাকর্মী ও প্রার্থীদের শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন দুই কেন্দ্রীয় নেতা কয়েক দফা লাঞ্ছিত হন।

এক পর্যায়ে পুলিশ প্রহরায় কেন্দ্রীয় নেতারা সার্কিট হাউস ত্যাগ করার চেষ্টা করলে উত্তেজিত নেতাকর্মীরা 'ধর ধর' করে তাদের ধাওয়া করে। এতে পুলিশ বাধা দিলে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা সার্কিট হাউসের রাস্তায় (ভিতরে) শুয়ে পড়ে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় নেতাদের আবার ঘেরাওসহ উত্তেজনাকর নানা স্লোগান চলে। এ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতারা প্রার্থীদের নিয়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানান। পরে যুগ্ম সম্পাদক উপস্থিত নেতাকর্মীদের বলেন, আমার কাছে ভোট গণনায় অস্বচ্ছতার ব্যাপক অভিযোগ করা হয়েছে। তাই আমি কাউন্সিলের ফল স্থগিত ঘোষণা করলাম। কিন্তু এতে বিক্ষুব্ধরা রাজি না হলে তিনি কাউন্সিল বাতিল ঘোষণা করে ২/৩ দিনের মধ্যে পুনঃ কাউন্সিলের ঘোষণা দিয়ে পুলিশ প্রহরায় অন্যান্য নেতাকে নিয়ে দ্রুত